সমকাল

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম 2

কাউখালীর মধ্য জোলাগাতি মোল্লারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ■ সমকাল

কাউখালীতে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা

■ স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার করুণ হাল। পদের বিপরীতে শিক্ষক না থাকা, শিক্ষকদের লাগাতার প্রশিক্ষণ, ছুটি-অনুপস্থিতি-গাফিলতি, বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষকের লাকড়ি রাখা, বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেও দু-এক ঘণ্টা থেকে বাড়ি চলে যাওয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে স্কুলটির বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিয়ালকাঠি ও সয়না ইউনিয়নে শিক্ষক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। সব মিলিয়ে বেশিরভাগ এলাকায় মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

কাউখালী উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে ৬৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সদরের ও হাইওয়ে সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া মোটামুটি হলেও অন্যসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। লাগাতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সরকারি জরিপ আর অফিসিয়াল কাজে সব বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকতে হয়।

ভবন ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষক সংকট

দক্ষিণ শিয়ালকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মাসুম বিল্লাহ অফিসিয়াল কাজে বাইরে (বরিশাল), আল আমিন মার্কার প্রশিক্ষণে ইউআরসিতে। ফেরদৌসি আক্তার একাই পাঁচটি শ্রেণীর ১০০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা সামাল দিচ্ছেন। ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ একটি কক্ষে রেখেছেন লাকড়ি। ভবন দুটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মধ্য জোলাগাতি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফাতিমা খানম মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। সীমা মার্কার ট্রেনিংয়ে। প্রধান শিক্ষিকা রহিমা খানম একাই সামলাচ্ছেন স্কুল। পাকা ভবন নেই; ভাঙাচোরা কাঠের ঘরেই চলছে লেখাপড়া। মধ্য জোলাগাতি মোল্লারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ভবনের সব বিম ও পিলারের বেশির ভাগ কংক্রিট ভেঙে পড়েছে। মরিচা ধরা রডগুলো ভবনটিকে এখনও দাঁড় করিয়ে রেখেছে। প্রায়ই ছাদ থেকে কংক্রিট ভেঙে পড়ছে। প্রধান শিক্ষক হুমায়ুন কবির জানান, তিনি বর্তমানে প্রশিক্ষণে আছেন, এর ফাঁকে ক্লাস করছেন। অন্য একজন মার্কার ট্রেনিংয়ে। তিনিসহ দু'জন শিক্ষক কাজ চালাচ্ছেন। জোলাগাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ৬ জন শিক্ষকের পদের বিপরীতে আছেন ২ জন। এর মধ্যে মৌসুমী হালদার মার্কার ট্রেনিংয়ে। প্রধান শিক্ষক সরোয়ার হোসেন তার দু'জন প্রাক্তন ছাত্র রহমত উল্লাহ ও শামীম হোসেনকে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালান। এ ছাড়া ওই ইউনিয়নের শিয়ালকাঠি হাজিবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ভূমিকম্পে ফাটল দেখা দিয়েছে। শিক্ষক ২ জন, মধ্য শিয়ালকাঠি মোল্লাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ অভিভাবকদের। ফলইবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জনের বিপরীতে ২ জন শিক্ষক। একজন রোটেশনে ট্রেনিংয়ে ও অফিসের কাজে থাকেন বাইরে। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে সাপলেজা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের অবস্থা খুব খারাপ। ৫ শিক্ষকের বিপরীতে ৩ জন থাকলেও পাঠদান করান কখনও একজন, কখনও দু'জন। একজন ব্যস্ত থাকেন বিভিন্ন ট্রেনিংসহ অন্যান্য কাজে। দক্ষিণ-পূর্ব জোলাগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ। শিয়ালকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিকদার মো. দেলোয়ার হোসেন সমকালকে জানান, তার ইউনিয়নের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ নানা সংকট রয়েছে।